গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
শৃঙ্খলা অধিশাখা
www.mohfw.gov.bd

নং-৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১০৭.২০১৮-২৭১

তারিখঃ ৩ বৈশাখ,১৪২৬
১৬.০৪.২০১৯

বিষয়ঃ ডাঃ মোঃ আসাদুজ্জামান (১০২৫০৭০), মেডিকেল অফিসার, পিরোজপুর সদর হাসপাতাল, পিরোজপুর এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ মোতাবেক বিভাগীয় মামলা

অভিযোগনামা

যেহেতু, আপনি ডাঃ মোঃ আসাদুজ্জামান (১০২৫০৭০), মেডিকেল অফিসার, পিরোজপুর সদর হাসপাতাল, পিরোজপুর (প্রাক্তন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, নাচোল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ) গত ১১/০৯/২০১৮ তারিখ আনুমানিক বিকাল ৫.২০ ঘটিকায় গোমস্তাপুর থানাধীন নাদেরাবাদ গ্রামের পার্শ্বে আম বাগানে মাদক সেবনের সময় গোমস্তাপুর থানার পুলিশ কর্তৃক হাতেনাতে আটকের পর গোমস্তাপুর থানা, চাঁপাইনবাবগঞ্জের এস.আই-কে প্রতিশ্রুতি দেন এবং সংশ্লিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, নাচোল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ পুলিশ কর্তৃক তলব করা মাত্রই যথা সময়ে যথা স্থানে হাজির হতে বাধ্য থাকবেন মর্মে মুচলেকা প্রদান করেন;

যেহেতু, আপনার উল্লিখিত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালার পরিপন্থী এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' হিসেবে গণ্য;

এক্ষণে সেহেতু, আপনাকে ২০১৮ সালের সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ধারা মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর দায়ে অভিযুক্ত করা হল এবং কেন আপনাকে উক্ত বিধিমালার অধীনে যথোপযুক্ত দন্ড প্রদান করা হবে না-এ নোটিস প্রাপ্তির ১০ (দশ) কর্ম দিবসের মধ্যে এ বিষয়ে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট কারণ-দর্শানোর জন্য আপনাকে নির্দেশ প্রদান করা হল। একই সাথে আপনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা তাও জানাতে নির্দেশ প্রদান করা হল।

অভিযোগ বিবরণী এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হল।

(শেখ রফিকুল ইসলাম)
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)

ডাঃ মোঃ আসাদুজ্জামান (১০২৫০৭০)
মেডিকেল অফিসার
পিরোজপুর সদর হাসপাতাল, পিরোজপুর।
(স্থায়ী ঠিকানাঃ পিতা- মোঃ নজরুল ইসলাম, গ্রাম-দাদনচক, পোঃ আদিনা কলেজ, থানাঃ শিবগঞ্জ, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ)।

নং- ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০১০৭.২০১৮-২৭১/১(৭)

তারিখঃ ১৬.০৪.২০১৯

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যঃ

১। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (নোটিসটি অভিযুক্তের বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানায় যথাযথভাবে জারি করে জারীর প্রতিবেদন এ অধিশাখায় প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হল)।
২। পরিচালক, এমআইএস, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (তথ্যটি কম্পিউটারে সংরক্ষিত রাখার জন্য)।
৩। উপপরিচালক (শৃঙ্খলা), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা। (সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের ব্যক্তিগত ফাইলে এন্ট্রিসহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম)
৪। সিভিল সার্জন, পিরোজপুর। (নোটিসটি যথাযথভাবে জারি করে জারীর প্রতিবেদন এ অধিশাখায় প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হল)।
৫। তত্ত্বাবধায়, সদর হাসপাতাল, পিরোজপুর।
৬। সিস্টেম এনালিস্ট, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হল)।
৭। অফিস কপি।

১৬/৪/২০১৯

(মোঃ আবদুছ সালাম)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৪৫০২৮

অভিযোগ বিবরণী

আপনি ডাঃ মোঃ আসাদুজ্জামান (১০২৫০৭০), মেডিকেল অফিসার, পিরোজপুর সদর হাসপাতাল, পিরোজপুর (প্রাক্তন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, নাচোল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ) গত ১১/০৯/২০১৮ তারিখ আনুমানিক বিকাল ৫.২০ ঘটিকায় গোমস্তাপুর থানাধীন নাদেরাবাদ গ্রামের পার্শ্বে আম বাগানে মাদক সেবনের সময় গোমস্তাপুর থানার পুলিশ কর্তৃক হাতেনাতে আটকের পর গোমস্তাপুর থানা, চাঁপাইনবাবগঞ্জের এস.আই-কে প্রতিশ্রুতি দেন এবং সংশ্লিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, নাচোল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ পুলিশ কর্তৃক তলব করা মাত্রই যথা সময়ে যথা স্থানে হাজির হতে বাধ্য থাকবেন মর্মে মুচলেকা প্রদান করেন। আপনার উল্লিখিত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ধারা মোতাবেক 'অসদাচরণ' হিসেবে গণ্য। আপনি উপর্যুক্ত আচরণ দ্বারা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ধারা মোতাবেক 'অসদাচরণ' দায়ে অভিযুক্ত হয়েছেন।

(শেখ রফিকুল ইসলাম)
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
শৃঙ্খলা অধিশাখা
www.mohfw.gov.bd

নং-৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৪০.২০১৯- ২৭৩

তারিখঃ ৫ বৈশাখ,১৪২৬
১৮.০৪.২০১৯

বিষয়ঃ ডাঃ মোঃ হাফিজুর রহমান (১২১৯৭৬), সহকারী রেজিস্ট্রার, ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ময়মনসিংহ এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ মোতাবেক বিভাগীয় মামলা

অভিযোগনামা

যেহেতু, আপনি ডাঃ মোঃ হাফিজুর রহমান (১২১৯৭৬), সহকারী রেজিস্ট্রার, ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ময়মনসিংহ গত ১২/০২/২০১৭ হতে অদ্যাবধি কর্মস্থলে অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিত রয়েছেন;

যেহেতু, আপনার উল্লিখিত অনুপস্থিতি সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালার পরিপন্থী এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' হিসেবে গণ্য;

এক্ষণে সেহেতু, আপনাকে ২০১৮ সালের সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) ধারা মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন'র দায়ে অভিযুক্ত করা হল এবং কেন আপনাকে উক্ত বিধিমালার অধীনে যথোপযুক্ত দন্ড প্রদান করা হবে না-এ নোটিস প্রাপ্তির ১০ (দশ) কর্ম দিবসের মধ্যে এ বিষয়ে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট কারণ-দর্শানোর জন্য আপনাকে নির্দেশ প্রদান করা হল। একই সাথে আপনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা তাও জানাতে নির্দেশ প্রদান করা হল।

অভিযোগ বিবরণী এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হল।

১৮|০৪|১৯
(শেখ রফিকুল ইসলাম)
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)

ডাঃ মোঃ হাফিজুর রহমান (১২১৯৭৬)
সহকারী রেজিস্ট্রার
ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
ময়মনসিংহ।

নং- ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.৪০.২০১৯-২৭৩/১(৬)

তারিখ- ১৮.০৪..২০১৯

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যঃ

১। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (নোটিসটি অভিযুক্তের বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানায় যথাযথভাবে জারি করে জারীর প্রতিবেদন এ অধিশাখায় প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হল)।
২। পরিচালক, এমআইএস, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (তথ্যটি কম্পিউটারে সংরক্ষিত রাখার জন্য)।
৩। পরিচালক, ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ময়মনসিংহ।
৪। উপপরিচালক (শৃঙ্খলা), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা। (সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের ব্যক্তিগত ফাইলে এন্ট্রিসহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম)
৫। সিস্টেম এনালিস্ট, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হল)।
৬। অফিস কপি।

১৮|৪|২০১৯
মোঃ আবদুছ সালাম
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৪৫০২৮

অভিযোগ বিবরণী

আপনি ডাঃ মোঃ হাফিজুর রহমান (১২১৯৭৬), সহকারী রেজিষ্ট্রার, ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ময়মনসিংহ গত ১২/০২/২০১৭ হতে অদ্যাবধি কর্মস্থলে অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিত রয়েছেন এবং আপনি কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেননি। আপনার উল্লিখিত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) ধারা মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' হিসেবে গণ্য। আপনি উপর্যুক্ত আচরণ দ্বারা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) ধারা মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন'র দায়ে অভিযুক্ত হয়েছেন।

(শেখ রফিকুল ইসলাম)
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)